



7529 - স্ত্রী উপভোগের কারণে কি গোসল ফরজ হবে

প্রশ্ন

আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে থাকার পরে কখন তার উপর গোসল ফরজ হবে? গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- তারা সহবাসে লিপ্ত হয়নি। যা ঘটছে সেটা হচ্ছে তারা হাত দিয়ে একে অপরকে উপভোগ করেছে। পরবর্তী দিনে রোজা শুরু করার আগে কি গোসল করা তাদের উপর ফরজ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নারী-পুরুষ উভয়ে ক্ষেত্রে নমিনোকত দুইটি বিষয়ে কোন একটি পাওয়া গেলে গোসল ফরজ হবে। ১. খতনার স্থানদ্বয় তথা যটোনাঙ্গদ্বয় একত্রিত হওয়া। অর্থাৎ প্রবশে-করানো সংঘটিত হওয়া। এটাই সঙ্গম বা সহবাস। বীর্যপাত হওয়া শর্ত নয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি খতনার স্থানদ্বয় মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ভিতরে ডুবে যায় তাহলে বীর্যপাত হোক বা না-হোক গোসল ফরজ হবে।”[সুনানে আবু দাউদ, সহি আবু দাউদ (২০৯)] ২. বীর্যপাত হওয়া। এমনকি সেটা যদি যটোনাঙ্গদ্বয় একত্রিত হওয়া ব্যতিরেকে হাত দিয়ে সম্ভোগ করার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে সক্ষেত্রেও গোসল ফরজ হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “পানির কারণে পানি অপরহির্য।” [সহি মুসলিম, ১৫১]। পানি তথা বীর্য নরিগত হওয়ার পরপ্রিক্ষেতি গোসল ফরজ হয়। পক্ষান্তরে রোজার বিষয়টি হচ্ছে- রোজার শুদ্ধতার জন্য সুবহে সাদকি শুরু হওয়ার আগে ফরজ গোসল করে নেয়া আবশ্যকীয় নয়। এমনকি যদি জিনুবি (গোসল ফরজ) অবস্থায় কটে রোজা শুরু করে তাতেও রোজা শুদ্ধ হবে।[দখুন রোজার ৭০টি মাসয়ালা] তবে ফজরে নামাজ যনে ঠিক সময়ে পড়া যায় সে জন্য দরেনা করে গোসল করে নেয়া কর্তব্য। আল্লাহই ভাল জানেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।